সংবাদ

তারিখ 12 APR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে সংঘর্ষ : ডাক্তার আহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক ডাক্তারদের হামলায় বিএনপি সমর্থক ডা. নজরুল ইসলাম আহত হন। গতকাল শনিবার দুপুরে ভার্সিটির সি-ব্লকে ইউরোলজি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। আহত ডাক্তার নজরুল ইসলামকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউতে (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনা তদন্তে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন– ডা. আব ইব্রাহিম অপু ও ডা. তোফাজ্জল হোসেন ওরফে সুমন। ডা. আবদুল্লা আল-মারুফ ও ডা. শাহনেওয়াজ বারী। পলাতক অন্য ডাক্তারদের ধরা জন্য পুলিশি তৎপরতা চলছে অন্যদিকে এ ঘটনার সম হাসপাতালজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগী, তাদের স্বজন ও বিএন সমর্থক ডাক্তাররা ভয়-আত চারদিকে ছোটাছুটি করতে থাকেন এ ব্যাপারে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যাল এক

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ১১ ক

সংঘর্ষ : মেডিকেলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ঘটনা তদন্তে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রফেসর ডা. কনক কান্তি বড়ুয়াকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। আগামী ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করবেন। এছাড়াও বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। হামলাকারীরা বহিরাগত না ভার্সিটির তাও তদন্ত করে বের করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ভার্সিটি সূত্র জানায়, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে আওয়ামী লীগ সমর্থক ৬/৭ ডাক্তার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের বিএনপি সমর্থক ড্যাবের সদস্য ডা. নজরুল ইসলামকে ধাওয়া করে। তিনি ভয়-আতঙ্কে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে ড্যাবের ভার্সিটি শাখার নেতা ইউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল ইসলামের রুমে (৪০২নং কক্ষে) ঢুকে আশ্রয় নেন। ডা. সাইফুল তাকে আশ্রয় দিয়ে রুমের সামনে অবস্থান নেন। তখন আওয়ামী লীগ সমর্থক মারমুখী ডাক্তাররা রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ডা. নজরুলকে চেয়ার ও লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করে। তার চিৎকারে আশপাশের ডাক্তাররা এগিয়ে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ডাক্তারদের ভয়ে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারেননি। এ ঘটনার পর হাসপাতালজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা ভয়-আতঙ্কে চারদিকে দৌড়াতে থাকে। খবর পেয়ে শাহবাগ থানা পুলিশ ও হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছুটে যান ঘটনাস্থলে। পুলিশ আহত ডাক্তারের বক্তব্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া তথ্য মতে, খোঁজখবর নিয়ে ৪ ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সমর্থক ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতা হিসেবে পরিচিত কয়েক ডাক্তার বিএনপি সমর্থক ডাক্তার নজরুলের কাছে ৪/৫ দিন আগে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করছে বলে অভিযোগ করেছে। চাঁদা না দিলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে দেবে না। তাদের কথা মতো চাঁদা না দেয়ায় গতকাল দুপুরে ওই ডাক্তারকে মারধর করার জন্য ধাওয়া করে। তিনি সি-ব্লকের নিচতলা থেকে দৌড়ে ইউরোলজি বিভাগে পালিয়ে যান। সেখানে সিনিয়র ডাক্তার ও ড্যাবের ভার্সিটি শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলামের রুমে আশ্রয় নেন। তখন আওয়ামী লীগ সমর্থক ডাক্তাররা তার পিছু ধাওয়া করে ওই রুমে ঢুকে তার ওপর হামলা চালায়। এ নিয়ে ভার্সিটিজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অন্য এক সূত্র জানায়, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ডা. নজরুল আওয়ামী লীগ সমর্থক ডাক্তার অপুকে মারধর করেছে। এর পর প্রতিশোধ হিসেবে তারা সুযোগ বুঝে এ হামলা চালিয়েছে বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সূত্র জানায়।

শাহবাগ থানা পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত ৪ ডাক্তার ভাংচুর করে ও হত্যার উদ্দেশ্যে ডা. নজরুলকে মারধর করেছে। ঘটনায় ভার্সিটির ওয়ার্ড মাস্টার শরিফ উদ্দিন বাদি হয়ে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ গতকাল দুপুর থেকে মামলাটি তদন্ত শুরু করেছে।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল শাখার সুপার মো. জামাল উদ্দিন খলিফা জানান, হামলাকারীরা বহিরাগত। থানায় মামলা হয়েছে। আর ঘটনার তদন্ত চলছে।

এ ব্যাপারে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের অন্যতম নেতা ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, হামলাকারীরা বহিরাগত। তারা স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের কেউ নন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। তবে হামলাকারীদের সঙ্গে ডা. নজরুলের পুরনো বিরোধ ছিল বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে ড্যাবের এক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সমর্থক ডাক্তাররা এ হামলা চালিয়েছেন। বহিরাগতদের হামলা চালানোর অভিযোগ সঠিক নয়। শাহবাগ থানার ওসি রেজাউল করিম জানান, ঘটনার পর অভিযুক্ত ৪ ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভার্সিটিতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কেউ ভাংচুর ও মারধর করার চেষ্টা করলে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে। গ্রেফতারকৃত ৪ ডাক্তার ভার্সিটি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছে কি না তাও তদন্ত করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩ জন ময়মনসিংহের ও ১ জন ঢাকার বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।